দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 07-MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭ .....

06

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যাস্ত আইন ঃ মানবাধিকার, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

বেগম শাহরিয়া, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক, ল' রিভিউ
ফায়াজ উদ্দিন আহমদ সেতু, প্রকাশনা সম্পাদক, ল' রিভিউ

প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র কাঠামোয় নারীর অবস্থান সুদীর্ঘকাল হতেই বিতর্কিত এবং প্রকৃত অর্থেই পশ্চাৎপদ একটি সামাজিক কাঠামোয় সংজ্ঞায়িত। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে ও সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এদেশের সকল নারী-পুরুষের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভূমিকা ও অবদান থাকলেও নারী সমাজের স্বীকৃতি অপেক্ষাকৃত কম। এমনকি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসাবে সকল নারী এখনও নানা রকম অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত বৈষম্য ও শোষণের শিকার। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার অত্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হলেও তা কেবলমাত্র সংবিধানের ধারাসমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই বিষয়টির অনুপস্থিতি সকল সময়ই আমাদের দৃষ্টি গোচর করেছে। পারিবারিক আইন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রের অনেক নিয়ম-নীতি, বিধি ও আইনে অসমতার লক্ষণীয় উদাহরণ তুলে ধরা সম্ভব।

কিন্তু একথা আজ স্বীকার্য একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য ও কাঠামো হচ্ছে নারী পুরুষের মধ্যে সমতা। কেননা উভয়েই উভয়ের একটি সমাজের সম্পূরক সত্তা। কেবলমাত্র সমাজের একটি অংশের অগ্রগতি সুস্থ সমাজ কাঠামো গড়ার ক্ষেত্রে কখনোই ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি নারী মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ম্যারী উলফস্টোন ক্র্যাফট-এর উক্তি—

"...যতদিন না নারীকে আপন চেতনালব্ধ যুক্তি প্রতিষ্ঠা করতে দেয়া হয়, যতদিন না তার (নারীর) বিচার ক্ষমতা গড়ে ওঠে, ততদিন মানব সমাজের অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা রয়ে যাবে"।

সামগ্রিক বিবেচনায় সকলের পারস্পরিক দায়িত্বশীলতা, সমঝোতা এবং সম অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাই কেবলমাত্র একটি উন্নত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হতে পারে। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই বৈষম্যহীন আইন ব্যবস্থা এবং সামাজিক রীতিনীতি একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমাদের সমাজে তা সর্বৈব অনুপস্থিত, কেবল অপ্রয়োগকৃত অবহেলিত সাংবিধানিক বিধান ছাড়া। এমনকি মেধা, মনন ও মুক্তবুদ্ধির চর্চাকেন্দ্র হিসাব বিবেচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহেও তা অনুপস্থিত। যে বিষয়টি নিয়েই আমাদের আজকের এই সমাবেশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং 'সূর্যাস্ত আইন' ঃ বৈষম্যমূলক বিধিবিধান

বাংলাদেশে প্রচলিত অনেক আইনের মতোই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যে আইনসমূহ দ্বারা পরিচালিত তা' অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্যপূর্ণ, যা একজন শিক্ষার্থী হিসাবে তার অধিকারকে অনেক ক্ষেত্রেই খর্ব করে। বিশেষ করে ছাত্রীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধিসমূহ এখানে উল্লেখযোগ্য।

১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯২২ সাল থেকে প্রচলিত হয় প্রটরিয়াল রুলস। যা নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা এবং নিয়ম-কানুন। পরবর্তীতে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে Dhaka University Order 1973 (President Order No. 11 of 1973) প্রণীত আইন দ্বারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। D.U. Order, 1973-এর ধারা ৩৮ ও ৩৯ অনুযায়ী সিন্ডিকেট ও সিনেট কর্তৃক প্রণীত Dhaka University Ordinance and regulation দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নিয়ম-কানুন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩-এর আদেশ অনুযায়ী Ordinance and Regulation প্রণীত হলেও ১৯২২-এর প্রণীত প্রটরিয়াল রুলস ধারা ৫৯ অনুযায়ী এখনও প্রযোজ্য।

১৯২২ সালের প্রটরিয়াল রুলস এবং ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশন্সে এমন কিছু হাস্যকর বিধিবিধান রয়েছে যা আজ ১৯৯৫-তে আবাসিক ছাত্রীদের প্রতিনিয়ত হয়রানি করছে। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ও রেগুলেশন্স" (জুন, ১৯৮৫ পর্যন্ত সংশোধিত ও ক্যালেন্ডার-২)-এর অধ্যায় ৯-এর দ্বিতীয় খণ্ডে ধারা-৩-এ বলা হয়েছে যে, 'ক্লাসে যাওয়া ছাড়া হলের বাইরে অন্য কোথাও যেতে হলে হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে।'

ধারা-৫-এ বলা হয়েছে যে, 'ছাত্রী হলে ছাত্রীদের দেখতে হলে ছাত্রীর বাবা, মা, ভাই বোন, স্বামী হল কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত ভিজিটিং আওয়ার ছাড়া অন্য কোন সময়ে দেখা করতে পারবে না।

ধারা-৮-এ বলা হয়েছে যে, 'ছাত্রীরা বৈধ অভিভাবকের লিখিত অনুমোদন ছাড়া একটি রাতও হলের বাইরে কোথাও কাটাতে পারবে না।'

ধারা-৯-এর দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, হলের অনুষ্ঠানাদি এবং আপ্যায়নে অংশ গ্রহণ করতে চাইলে কমপক্ষে তিনজন ছাত্রীকে একত্রে থাকতে হবে।

'৭৩ বিধি ছাড়াও ১৯২২-এর প্রটরিয়াল রুলস-এ অনেক বৈষম্যমূলক বিধান রয়েছে, যা স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রীদের অধিকার সংরক্ষণে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ বিবেচিত হবে। কিন্তু Dhaka University Ordinance and Regulations-এর Chapter IX-Part 1.-এ বিধিবদ্ধ আইন অনুযায়ী আবাসিক ছাত্রদের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন অবদমনমূলক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। তুলনামূলক আলোচনায় অবতীর্ণ হলে, বিশ্ববিদ্যালয় আইন পর্যবেক্ষণপূর্বক অনেক বৈষম্যমূলক নিয়মনীতি উল্লেখ করা সম্ভব। কিন্তু মূল প্রশ্ন হচ্ছে এই বৈষম্যমূলক আচরণের ফলাফলটা কি?

প্রথমতই বলতে হয়, এই সূর্যাস্তের সাথে প্রবেশের বিধান সংবলিত সূর্যাস্ত আইনসহ অন্য আইনসমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৮-এর সাথে সম্পূর্ণরূপে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। ২৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে " কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না" (২৮-১), আরও উল্লেখ করা হয়েছে "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবেন" (২৮-২)।

বাংলাদেশের সংবিধান ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় আইনসমূহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দলিলসমূহের মূল নীতির পরিপন্থী। জাতিসংঘের ১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ধারা-১-এ বলা হয়েছে— সকল মানুষই স্বাধীন এবং সমঅধিকার ও সমমর্যাদা নিয়েই পৃথিবীতে জন্মলাভ করে। তারা বিবেকসম্পন্ন এবং চিন্তাশক্তির অধিকারী। সে জন্য একে অপরের আচরণ হওয়া উচিত ভ্রাতৃমূলক। ধারা-২-এ বলা হয়েছে যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, রাজনৈতিক অন্যান্য মতাদর্শ; ধনী, গরিব ও জন্মসূত্র নির্বিশেষে সকলেই এই ঘোষণাপত্রে বর্ণিত অধিকার এবং স্বাধীনতার সমঅংশীদার।

(চলবে)